দৈনিক জনকণ্ঠ

53

তারিখ ... NOV. 09.1999 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬

ছিনতাই ॥ ঢাবির ১০ ছাত্রকে বহিষ্কার করা হচ্ছে, শীঘ্র সিন্ডিকেটের বৈঠক

মামুন-অর-রশীদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অপহরণ, ছিনতাইসহ শৃঙ্খলাবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের দশ ছাত্রকে বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কার করা হচ্ছে। দশ জনের মধ্যে ছয় জনকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার, দু'জনকে দু'বছরের জন্য এবং দু'জনকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হচ্ছে। তিনটি তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনা করে আগামী পরশু বৃহস্পতিবার সিন্ডিকেটের এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে যাওয়া কোন ছাত্র ক্যাম্পাসে শৃঙ্খলাবিরোধী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকলে তার সার্টিফিকেট বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ সূত্রে এ খবর জানা গেছে। অপরাধী বহিরাগত কিংবা ছাত্র হোক তাকে যথাশীঘ্র সম্ভব গ্রেফতার করার লক্ষ্যে উপাচার্য আজ মঙ্গলবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হবেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গত দেড় মাসে তিনটি

(১১ পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

ছিনতাই ॥ ঢাবির ১০

(১২-এর পাতার পর)

অপহরণের ঘটনায় কর্তৃপক্ষ ক্ষুব্ধ হয়েছে। যে কোন মূল্যে অপহরণসহ সকল প্রকার শৃঙ্খলাবিরোধী কর্মকাণ্ড রোধকল্পে কর্তৃপক্ষ কঠোর ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক কর্মকর্তা বলেছেন, পাড়া-মহল্লার সন্ত্রাসীদের সঙ্গে যাদের যোগাযোগ রয়েছে গোয়েন্দা পুলিশ ও হল কর্তৃপক্ষের রিপোর্ট অনুযায়ী তাদের হল থেকে বহিষ্কার করা হবে। হল প্রশাসন জোরদার করতে খুব শীঘ্রই জরুরী পদক্ষেপ নেয়া হবে। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে দু'তিনটি হল প্রশাসনে ব্যাপক রদবদল আনা হতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী সোমবার স্বীকার করেছেন, ক্যাম্পাস সন্ত্রাসমুক্ত রাখতে হলে হল প্রশাসনকে আরও সক্রিয় হতে হবে।

এলিফেন্ট রোড থেকে মুহসীন হলে রাজীব নামের যুবককে অপহরণ করার দায়ে এই হল থেকে চারজন স্থায়ীভাবে বহিষ্কৃত হচ্ছে। এই হলের আরও দু'জনকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে দেয়া হতে পারে বলে সূত্র জানিয়েছে। সূর্যসেন হল থেকে 'মোবাইল মহসিন' গ্রেফতারের পর তার সাঙ্গপাঙ্গরা এখনও হলে উৎপাত করছে। এঁদের বিরুদ্ধে সাময়িক ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানা গেছে। জিয়া হল গেটে জসীম উদ্দীন হলের ছাত্র ফারুক শিকদারকে মধ্যরাতে ডেকে নিয়ে শিবিরীয় কায়দার মারধরের কারণে দু'জনকে দু'বছরের জন্য বহিষ্কার করা হতে পারে বলে আভাস পাওয়া গেছে।

জহুরুল হক হল এলাকায় কাশেফ ও সর্বশেষ কার্জন হল এলাকায় সংঘটিত অপহরণের সঙ্গে ক্যাম্পাসের কারও সম্পৃক্ততার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ এখন পর্যন্ত না পাওয়ায় কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে আপাতত কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। তবে ফজলুল হক হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ডঃ হোসেন মনসুর কার্জন হল এলাকার নৈশ্য প্রহরীদের বিরুদ্ধে অপহরণের ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ এনে তাদেরকে সাময়িকভাবে বহিষ্কারের দাবি জানিয়েছেন উপাচার্যের নিকট। কাশেফ অপহরণের পর কর্তৃপক্ষ কাঁটাবনের 'টর্চার রুম' ভেঙ্গে দিয়েছে। জহুরুল হক হলের মেইন ভবনের 'মন্ত্রী পাড়া' খ্যাত ১৫টি রুম যেখানে বহিরাগতরা থাকত তার সবই হল কর্তৃপক্ষ তালা লাগিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে। কাশেফ অপহরণ নিয়ে এখনও রহস্য বিরাজ করছে। কেউ কেউ এটিকে পাতানো ঘটনা বলছেন। কাশেফ'র পরিবারের সদস্যরা সবাই আজ পর্যন্ত পর্দার আড়ালে থেকে গেছেন। কেউ এই পরিবারের কোন সদস্যের নাম পরিচয় পর্যন্ত জানতে পারেনি। কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সত্যিকার কোন তথ্য প্রাপ্তি ছাড়া ব্যবস্থা নিচ্ছে না। উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী বলেছেন, আমার তো কারও প্রতি কোন রকম সফট কর্ণার নেই--একথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি। আর এজন্য কোন সুপারিশ কাজে আসবে না। দোষী সাব্যস্ত যারা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। এরপর কোন কারণে পুলিশ তাদের গ্রেফতার না করলে দায়দায়িত্ব আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে নিতে হবে।